৭৬

দৈনিক ইত্তেফাক

তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 13 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2

একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা : স্পীকার

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধে সংসদে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করিয়া শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গতকাল (বৃহস্পতিবার) জাতীয় সংসদে বিরোধী দল উত্থাপিত একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের এডভোকেট আসাদুজ্জামান উত্থাপিত এ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সরকারী দলও সমর্থন করে। অধিবেশনের সভাপতি ডেপুটি স্পীকার এম, কোরবান আলী ইহাকে 'অনন্য সাধারণ ঘটনা' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

প্রস্তাবের সপক্ষে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার ব্যাপারে আমরা সবাই একমত।

বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের বংশধরদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাঙ্গনকে অবশ্যই অস্ত্রমুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করা না গেলে শিক্ষাঙ্গনও অস্ত্রমুক্ত হইবেনা।

আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন সরকারী দলের উপ-প্রধানমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী ডাঃ এম, এ, মতিন, শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান এবং বিরোধী দল আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ, কামরুজ্জামান, ন্যাপের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, দুই জাসদের মীর্জা সুলতান রাজা, আ, স, ম আবদুর রব, জামায়াতের অধ্যাপক মজিবুর রহমান ও মুসলিম লীগের আইনুদ্দিন।

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত

(১ম পৃঃ পর)

প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আসাদুজ্জামান বলেন, আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতির দিকে তাকাইলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ব্যাপারে শংকিত হইতে হয়। তিনি শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার দাবী জানাইয়া বলেন, আজকের শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতির জন্য দায়ী একদিকে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সংকোচন, অন্যদিকে স্বৈরশাসকদের ক্ষমতায় থাকার জন্য শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র সরবরাহ করা ও ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন না করা।

সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার ব্যাপারে আমরা সকলে একমত। তাই আমরা বিরোধী দলের প্রস্তাবকে সমর্থন করিতেছি। তিনি বলেন ৬০-এর দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম অস্ত্রের আমদানী ঘটে। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় বোমাবাজি ও গোলাগুলীর আখড়ায় পরিণত হয়। সরকারের তরফ হইতে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র সরবরাহের এবং গ্রেফতারকৃত অস্ত্রধারীদের ছাড়িয়া দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করিয়া তিনি বলেন যে আদালত জামিনে তাহাদের মুক্তি দিয়াছে। তিনি বলেন, বিরোধী দলের সমর্থন পাইলে অস্ত্রধারীদের ডিটেনশন দেওয়া হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ১৯৭৫ সালে এক নিষ্ঠুর ঘটনার মাধ্যমে ... য়াছে সত্য। তবে খন্দকার মোশতাকের সাথে যাহারা শপথ গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা আজ কোথায়। তিনি বলেন, হত্যার রাজনীতির শেষ নাই। ১৯৮০-৮১ সালে দেশের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, কাহার আমলে খুলনা, ময়মনসিংহে কারাগারে হত্যাকাণ্ড চলে তাহা আজ বলিতে চাই না। তিনি বলেন, আমরা সকলে সুশিক্ষার মাধ্যমে সুনাগরিক গড়ার জন্য মনোযোগ দিয়াছি। সকল শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করিয়া আগামী দিনের উপযোগী নাগরিক গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি ভোটে দিলে আমরা উহার পক্ষে ভোট দিয়া নূতন নজির স্থাপন করিব।

বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করিতে, শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ফিরাইয়া আনিতে চাই। কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সেই সঙ্গে আসুন সকলে মিলিয়া জাতীয় রাজনীতিকেও অস্ত্রমুক্ত করিব। নইলে শিক্ষাঙ্গনকেও অস্ত্রমুক্ত করা যাইবে না। আজ সিদ্ধান্ত নিতে হইবে অস্ত্র দ্বারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হইবে না রাজনীতি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিবে। সরিষার মধ্যে যদি ভূত থাকে তবে সে সরিষা দিয়া ভূত তাড়ানো যায় না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছেন, কিন্তু এ সরকারই সামসুল হক সাহেবকে নিরাপত্তা দেন নাই। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গনসমূহে আজ যে অস্ত্রের খেলা চলিতেছে উহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। একদিকে পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা নাই, ৪ বছরের কোর্স ৭ বছরেও শেষ হয় না—মা-বাবা সর্বস্বান্ত হন, ৩ বছর যাবৎ চাকুরীতে নিয়োগ বন্ধ, অন্যদিকে '৭৫-এর পর হইতে এদেশে হত্যা-ষড়যন্ত্রের রাজনীতির যে ধারা চলিয়া আসিতেছে, বর্তমান পরিস্থিতি উহারই করুণ পরিণতি। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের আর এক অবস্থা এবং তখন যেসব হত্যাকাণ্ড চালানো হইয়াছিল সেসবও ১৫ আগষ্টের ঘটনারই প্রস্তুতিমাত্র। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট যে সব অস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছে সে সব অস্ত্র কোথায়। ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবের অস্ত্রও কি উদ্ধার করা হইয়াছে? এমনকি এ সরকার দল করার জন্যও বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র সরবরাহ করিয়াছেন। দুই খুনের আসামীও এই সংসদে বসিতে পারে, যে দেশে জাতির জনক, শিশু-নারী হত্যাকারী রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে হত্যাকারী বিচার হয় না সেদেশে আদর্শ আশা করা যায় না। তাই আমরা চাই শিক্ষাঙ্গন হইতে জাতীয় রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে অস্ত্রমুক্ত হউক।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ আবদুল মতিন ক্যাম্পাস পুলিশের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের রাজনীতি চলিতেছে। কিছুসংখ্যক ছাত্র চাপের মুখে দাবী আদায় করিতেছে। নির্মাণাধীন কাজে অস্ত্র দেখাইয়া টাকা আদায় করিতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন অধ্যাপক পদত্যাগ করিয়াছেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অস্ত্রের ঝনঝনানিতে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, সরকারী ও বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধভাবে শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিলে সারাদেশের শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত হইবে। তিনি অপরাধীদের এলাকা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যাম্পাস পুলিশের সহযোগিতায় অস্ত্রমুক্ত রাখার উদাহরণ দিয়া বলেন, এখানেও পুলিশকে সহযোগিতা করিতে হইবে। শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত ও অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদকে অভিনন্দন জানানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যমতে পৌছাইতে হইবে। প্রতিটি ছাত্রকে পরিচয়পত্র বহন করিতে হইবে, পুলিশের সহযোগিতায় বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। তিনি বিরোধী দল সহ সকল রাজনৈতিক দলের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে অস্ত্রমুক্ত করিয়া শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং সত্যিকার শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এক্ষেত্রে বিরোধী দলের সমর্থন ও সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। অধ্যাপক মতিন বিশ্ববিদ্যালয় হল ও কলেজসমূহের ছাত্রাবাস হইতে বাহিরের অস্ত্রধারীদের বিতাড়ন প্রশ্নে বিশেষ এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃংখলা ফিরাইয়া আনার প্রশ্নে বর্তমান সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাকে বিরোধী দল সমর্থন ও সহযোগিতা না দেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অপর কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃংখলা ও অস্ত্রের রাজনীতির প্রতিবাদে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদত্যাগের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক শ্রেণীর তথাকথিত ছাত্র অধিকাংশ ছাত্রের শিক্ষা লাভের পরিবেশ কলুষিত করিতেছে। অধ্যাপক মতিন বলেন, দুষ্কৃতকারীদের বিভিন্ন অপরাধের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে।

উপ-প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ বলেন যে, স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্রদের সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে নাই বলিয়া এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকের হাতে অস্ত্র ছিল। তৎকালীন সরকারের পক্ষে উহা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। এই অস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে। '৭৩ সালে সরকারী ছাত্রদলের পরাজয়ের মুখে ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়, '৭৪-এ দুই হোষ্টেলের মাঝে হত্যাকাণ্ড ঘটে। এই ঘটনায় বিচার হয় নাই। শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি প্রস্তাব দেন যে, রাজনৈতিক দলগুলিকে এ ব্যাপারে ঐক্যমতে আসিতে হইবে। প্রচলিত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। ছাত্রবাস হইতে অছাত্র ও বহিরাগতদের উৎখাত করিতে হইবে। শিক্ষার পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে হইবে। দলমত নির্বিশেষে অস্ত্রধারীদের নির্মূল করিতে হইবে এবং সকলকে অস্ত্রধারীদের তৎপরতার নিন্দা করিতে হইবে।

শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানিতে উদ্বেগের ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নাই। কারণ শিক্ষা ও সন্ত্রাস একসাথে চলিতে পারে না। উহাদের সহঅবস্থান কল্পনা করা যায় না। তিনি বলেন, অস্ত্র দিয়া যাহা করা হয় তাহা রাজনীতি নয়—সন্ত্রাস। সরকার এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

তোফায়েল আহমদ ১৯৫২ হইতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ছাত্র সমাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার উল্লেখ করিয়া বলেন, যাহারা সারওয়ার-তিব্বতদের পালেন, নতুন বাংলা সৃষ্টি করেন, তাহারা কি করিয়া শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করিবেন? সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন, সরকার এবং বিগত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অস্ত্র উদ্ধারের কথা বলিলে আমরা শঙ্কিত হই। কেনইবা ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয় আবার কেনইবা ছাড়িয়া দেওয়া হয় বুঝি না। কামরুজ্জামান বলেন, প্রেসিডেন্ট ইদানীং এদেশের বহু ঐতিহ্যের অধিকারী ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার যে কথা বলিতেছেন, সরকারের অস্ত্র উদ্ধারের বক্তব্যও একই উদ্দেশ্যে কি-না জানি না। আ,স,ম, আবদুর রব বলেন, এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের রাজনীতি শুরু হয় স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনে। '৭৩-এ ডাকসু নির্বাচনের বাক্স হাইজ্যাক করা হয়।